Bangladesh Garment Manufacturers
& Exporters Association
"Made in Bangladesh with Pride"

FARUQUE HASSAN
PRESIDENT

বিজিএ/কাস/২০২২/১৩১ ২৮ জুন, ২০২২

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম হতে ঋণ গ্রহন প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ সার্কুলার নং- বিজিএ/কাস/২০২২/৯৭ তারিখঃ ২২/০৫/২০২২

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট স্কীম থেকে ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে নানাবিধ শর্ত প্রতিপালনের জটিলতার কারনে সম্মানিত সদস্যগণ ঋণগ্রহন করতে সক্ষম হয়নি। বিজিএমইএ পরিচালনা পর্ষদ বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়। বিজিএমইএ'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে উক্ত স্কীমের আওতায় ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী সহজ করে দেয়। যা আমরা নিম্মোক্ত সার্কুলার গুলোর মাধ্যমে আপনাদেরকে অবহিত করেছিঃ

ক) সার্কুলার নং- বিজিএ/কাস/২০২২/৯৭ তারিখঃ ২২/০৫/২০২২
খ) সার্কুলার নং- বিজিএ/কাস/২০২১/১৩৯ তারিখঃ ২৬/০৮/২০২১
গ) সার্কুলার নং- বিজিএ/কাস/২০২১/১১৫ তারিখঃ ১৮/০৭/২০২১

বর্তমানে এই স্কীমের আওতায় সুদের হার ৫% থেকে হ্রাস করে ৩.৫% করা হয়েছে এবং প্যাকিং ক্রেডিটের প্রাপ্যতার সর্বোচ্চ সীমার নূন্যতম ৫০% আবশ্যিকভাবে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট স্কীম হতে ঋণ প্রদান করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়াও উক্ত স্কীমের আওতায় রিভলভিং পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা ৫ বছরের জন্য বহাল থাকবে।

সম্মানিত সদস্যদের প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাত হতে ঋণ গ্রহন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আরোও সমৃদ্ধ করার জন্য পুণরায় অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব-স্ব ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)

"Made in Bangladesh with Pride"

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector 17, Uttara, Dhaka-1230, Hot Line : 09638012345
E-mail : info@bgmea.com.bd, Web : www.bgmea.com.bd

বিজ্ঞপ্তি নংঃ বিজিএ/কাস/২০২১/১৩৯

তাং ২৬/০৮/২০২১ইং

Ref:

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ (১) বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ তারিখঃ ১৩ এপ্রিল, ২০২০
(২) বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং - ৩৮ তারিখ ঃ ২২/০৭/২০২০
(৩) বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং - ৪২ তারিখ ঃ ২৩/০৮/২০২০
(৪) বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং - ২৬ তারিখ ঃ ২৬/০৪/২০২১
(৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্র নং-বিআরপিডি (পি-১)/৬৬১/১৩(গ)/২০২১২০২১-৫৯৬৯ তারিখ ঃ ০৮/০৭/২০২১

এতদ্বারা সম্মানিত সকল সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারীর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে নজিরবিহীন স্থবিরতা দেখা দেয়। বিশ্ব রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাংলাদেশেও রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে অনেক রপ্তানী আদেশ বাতিল হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ব্যাহত হতে থাকে। এমন অবস্থায় রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানী ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানী কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে ১৩/০৪/২০২০ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) কোটি টাকার "প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম" তহবিল গঠন করা হয়।

আপনাদের পুনঃঅবগতি ও উক্ত প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতের পুনঃঅর্থায়ন স্কীম/তহবিল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা/সার্কুলার মোতাবেক সুবিধা গ্রহনের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৬/৮/২০২১

মোঃ ফয়জুর রহমান
মহাসচিব

C:\Users\BGMEA\Desktop\soft circular.doc

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯

তারিখ: এপ্রিল ১৩, ২০২০ / চৈত্র ৩০, ১৪২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারীর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে নজিরবিহীন স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী রপ্তানি বাণিজ্য ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য খাতের ন্যায় রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং অনেক রপ্তানি আদেশ বাতিল হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ব্যহত হচ্ছে।

রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। শিরোনামঃ প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

২। তহবিলের পরিমাণ ও উৎসঃ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা; বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৩। খাতঃ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রপ্তানিমুখী শিল্পে শুধুমাত্র প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে এ ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৪। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকঃ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৫। তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত হবে। আলোচ্য তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরীর সময় সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশ দিতে পারবে।

৬। তহবিলের মেয়াদঃ এ স্কীমের মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর। উক্ত সময়ের মধ্যে তহবিলটি আবর্তনযোগ্য (Revolving)।

চলমান পাতা/ ২

৭। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

ক) যে কোন খাতের রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্ত তহবিল উন্মুক্ত থাকবে;

খ) ঋণ বিতরণের বিষয়টি ব্যাংক বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের আলোকে কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিবেচনা করবে;

গ) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুসারে কোন খেলাপী গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা যাবে না;

ঘ) কোন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানিমূল্যের প্রত্যাবাসন [Guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET) কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত] ওভারডিউ থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে না।

৮। গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার ও অন্যান্য চার্জেসঃ

ক) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৬%।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালার বাইরে গ্রাহকের নিকট হতে কোন ধরণের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না।

৯। ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হারঃ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার ওপর ৩% হারে সুদ আরোপ করা হবে।

১০। প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট এর বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণঃ

ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রতিটি নিশ্চিত রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্রের (Firm Export Contract/ Authinticated Export Credit) মূল্য হতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মূল্য, এক্সেসরিজ এর জন্য অর্থায়ন বাবদ অর্থ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য অর্থায়ন বাবদ অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্যের উপর স্বীয় নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদান করবে। তবে প্রতি জাহাজীকরণকৃত Consignment তথা রপ্তানিমূল্যের (Commercial Invoice Value) সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে;

খ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানি পণ্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতকরণ নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে জাহাজীকরণের পূর্বে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদান করা যাবে। তবে, সংশ্লিষ্ট পণ্য জাহাজীকরণের পরই কেবল আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার দাবী বিবেচ্য হবে;

গ) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

১১। ঋণের মেয়াদঃ একজন গ্রাহককে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় একাধিকবার বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ বিতরণ করা যাবে। কোন নির্দিষ্ট গ্রাহককে উক্ত তহবিল হতে ০১ (এক) বছরের বেশি ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ যাই হোক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট Consignment এর জাহাজীকরণ তারিখের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ১২০ দিন (চার মাস) মেয়াদে উক্ত অর্থ অংশগ্রহণকারী ব্যাংককে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে যা মেয়াদ শেষে সুদসহ এককালীন পরিশোধযোগ্য হবে। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ কোন কারণে রপ্তানিমূল্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে যথাসময়ে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বরাবর আবেদন করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে পরিশোধের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৬০(ষাট) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

চলমান পাতা/ ৩

১২। পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন পদ্ধতিঃ

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ছকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবে। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবেঃ

- ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র বা মঞ্জুরীপত্র;
- এ খাতে ঋণ বিতরণের সমন্বিত বিবরণী;
- আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সুদসহ পরিশোধের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কনটিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্রের কপি;
- সংশ্লিষ্ট Consignment এর Commercial Invoice এর কপি;
- Bill of Lading (B/L)/ Airway Bill/ FCR (Forwarder Cargo Receipt)
- Bill of Export এর কপি;
- রপ্তানি পণ্য প্রস্তুতকরণ সম্পন্নের প্রত্যয়ন;
- বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী ঋণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজাদি বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত যে কোন তথ্য/প্রামানিক দলিলাদি।

১৩। আদায় ও তদারকীঃ

ক) পুনঃঅর্থায়ন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাবে প্রদানের তারিখ হতে ১২০ দিন (চার মাস) পর বা ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর সুদসহ এককালীন কর্তন করা হবে;

খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

গ) ঋণ বিষয়ক যাবতীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বহন করবে এবং সরকারের রপ্তানি ও উৎপাদন সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালনের বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

ঘ) যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলে তা বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

ঙ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

চ) পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে কোন সময় সরেজমিনে যাচাই করা হতে পারে। যাচাইকালে বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে উদঘাটিত হলে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ ব্যাংক রেট+৫% হারে সুদসহ এককালীন চলতি হিসাব হতে কর্তন করা হবে;

ছ) Shell কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আদেশ বা Shell ব্যাংকের রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে প্রদত্ত প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট এর বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে না;

(জ) সংশ্লিষ্ট Consignment জাহাজীকরণের পূর্বে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আবেদন বিবেচ্য হবে না।

চলমান পাতা/ ৪

১৪। রিপোর্টিং/ প্রতিবেদন দাখিলঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিন যথা মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর ভিত্তিক প্রতিবেদন যথাক্রমে এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর এবং জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট-এ দাখিল করতে হবে। পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণ সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি/বিবরণী নির্ধারিত সময়ে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক দাখিল করা না হলে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫। অন্যান্য শর্তাবলীঃ

ক) একক গ্রাহকের বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

খ) ঋণগ্রহিতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইক্যুইটি অনুপাত, ঋণের যথাযথ ব্যবহার ও তদারকীর বিষয় ঋণ বিতরণকাররী ব্যাংকের নিজস্ব বিধি-বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;

গ) উল্লিখিত খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার শর্তাদির বিষয়ে যে কোন সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ মকবুল হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৩০২৬৮

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ৩৮

তারিখ: ২২ জুলাই ২০২০ / ০৭ শ্রাবণ ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে, উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ও পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত পরিপালনে ব্যাংকসমূহ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে, প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর আওতায় ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কাংখিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন এবং ব্যাংকসমূহের পরিপালনের সুবিধার্থে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-৭(ঘ), ১০(ক), ১১, ১২ ও ১৩(ক) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলোঃ

৭। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

৭(ঘ) কোন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানিমূল্যের প্রত্যাবাসন [Guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET) এ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত] ওভারডিউ থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে না।

১০। প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট এর বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণঃ

১০(ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রতিটি নিশ্চিত রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্রের (Firm Export Contract/ Authinticated Export Credit) মূল্য হতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মূল্য, এক্সেসরিজ এর জন্য অর্থায়নকৃত অর্থ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য অর্থায়নকৃত অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্যের উপর স্বীয় নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদান করবে। তবে, এক্ষেত্রে নিশ্চিত রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্র/রপ্তানি চুক্তিপত্রের সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে;

১১। ঋণের মেয়াদঃ

একজন গ্রাহককে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় একাধিকবার বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ বিতরণ করা যাবে। কোন নির্দিষ্ট গ্রাহককে উক্ত তহবিল হতে ০১ (এক) বছরের বেশি সময়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ যাই হোক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ ১৮০ দিন (ছয় মাস) মেয়াদে অংশগ্রহণকারী ব্যাংককে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে যা মেয়াদ শেষে সুদসহ এককালীন পরিশোধযোগ্য হবে।

চলমান পাতা/২

১২। পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন পদ্ধতিঃ

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রাদিসহ নির্ধারিত ছকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবে। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবেঃ

- ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র বা মঞ্জুরীপত্র;
- এ খাতে ঋণ বিতরণের সমন্বিত বিবরণী;
- আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সুদসহ পরিশোধের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কনটিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্র/রপ্তানি চুক্তিপত্রের কপি;
- বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী ঋণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত যে কোন তথ্য/প্রামাণিক দলিলাদি।

১৩। আদায় ও তদারকীঃ

১৩(ক) পুনঃঅর্থায়ন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাবে প্রদানের তারিখ হতে ১৮০ দিন (ছয় মাস) পর সুদসহ এককালীন কর্তন করা হবে;

এতদ্ব্যতীত, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-১০(খ) ও ১৩(জ) এতদ্বারা রহিত করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ৪২

তারিখ: ২৩ আগস্ট ২০২০ / ০৮ ভাদ্র ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮ ও ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮/২০২০ এর মাধ্যমে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-৭(ঘ), ১০(ক), ১১, ১২ ও ১৩(ক) পরিমার্জন করা হয়। এক্ষণে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮/২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-৭ (ঘ) ও অনুচ্ছেদ নং-১২ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবেঃ

৭। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

৭(ঘ) ব্যাংক পুনঃঅর্থায়নের জন্য যে তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করবে তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ২ (দুই) বছর সময়কালে কোন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের Overdue Export Bill থাকলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারককে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে না।

১২। পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন পদ্ধতিঃ

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রাদিসহ নির্ধারিত ছকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে ঋণ বিতরণের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করা যাবে। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবেঃ

- ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র বা মঞ্জুরীপত্র;
- এ খাতে ঋণ বিতরণের সমন্বিত বিবরণী;
- আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সুদসহ পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কনটিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্র/রপ্তানি চুক্তিপত্রের কপি;
- বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী ঋণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত যে কোন তথ্য/প্রামাণিক দলিলাদি।

এতদ্ব্যতীত, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮/২০২০ এর অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ২৬

তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২১ / ১৩ বৈশাখ ১৪২৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সুবিধা প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিল হতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদহার সর্বোচ্চ ৬% এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার উপর সুদহার ৩% নির্ধারণ করা হয়।

৩। এ পর্যায়ে, 'প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে রপ্তানি খাতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে গ্রাহক ও ব্যাংক পর্যায়ে সুদহার হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-৮ (ক) ও অনুচ্ছেদ নং-৯ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

৮। গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার ও অন্যান্য চার্জেস:

৮(ক) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৫%।

৯। ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার: বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার উপর ২% হারে সুদ আরোপ করা হবে।

এতদ্ব্যতীত, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮/২০২০ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪২/২০২০ এর অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
"Made in Bangladesh with Pride"
BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H 1, Sector 17, Uttara, Dhaka-1230, Hot Line : 09638012345
E-mail : info@bgmea.com.bd, Web : www.bgmea.com.bd

Ref:

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

তারিখঃ ১৮/০৭/২০২১

সার্কুলার নংঃ বিজিএ/কাস/২০২১/ ১১৫

বিষয় ঃ নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রসঙ্গে।

সম্মানিত সকল সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, "প্রি-শিপমেন্ট পুনঃঅর্থায়ন তলবিল" হতে রপ্তানিকারকগণের ঋণের আবেদনের প্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঋণের অর্থ ছাড়করণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (সূত্র নং-বিআরপিডি(পি-১)/৬৬১/১৩(গ)/২০২১-৫৯৬৯, তারিখ ০৮/০৭/২০২১)।

প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার কপি এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০১ (এক) পাতা।

ধন্যবাদান্তে,

১৮/৭/২০২১

মোঃ ফয়জুর রহমান
মহাসচিব

D:\shahlnur\circular for all member.docx

৫০১১৯

BGMEA Dhaka
Secretary General
Accounts
Admin/HR
Arbitration
C & M
CMC
Communication
Customs
Fair
Fire
Fire & Safety
Gas & Electricity
Health
Insurance
Labour
Membership
MIS
PR
RDTI
SDP
Signature
Date:

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

সূত্র নং-বিআরপিডি(পি-১)/৬৬১/১৩(গ)/২০২১- ৫৯৬৯ তারিখঃ ০৮ জুলাই ২০২১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
'প্রি-শিপমেন্ট পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' এর আওতায় অংশগ্রহণচুক্তি সম্পাদনকারী তফসিলি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন বিষয় প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮ তারিখ ২২ জুলাই ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪২ তারিখ ২৩ আগস্ট ২০২০ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৬ তারিখ ২৬ এপ্রিল ২০২১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। করোনাভাইরাস মহামারীর ফলে বিশ্বব্যাপী রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'প্রি-শিপমেন্ট পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' শিরোনামে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে যার নীতিমালা বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে সূত্রোক্ত সার্কুলার লেটারসমূহের মাধ্যমে তহবিলের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের সুদহার সর্বোচ্চ ৫% নির্ধারণসহ ঋণ প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে উক্ত নীতিমালায় কতিপয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়। উক্ত তহবিলের আওতায় রপ্তানিকারকগণের আবেদন প্রাপ্তির পর তাদের অনুকূলে ঋণের অর্থ ছাড়করণে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাংক কর্তৃক সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে মর্মে রপ্তানিকারকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। ঋণের অর্থ ছাড়করণে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রপ্তানিকারকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মর্মেও এ কার্যালয় অবহিত হয়েছে।

৩। এমতাবস্থায়, দেশের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত 'প্রি-শিপমেন্ট পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' এর আওতায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রাপ্তির জন্য রপ্তানিকারকগণ কর্তৃক আবেদন দাখিল করা হলে ব্যাংকিং নিয়মাচার সম্পন্ন করতঃ দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঋণের অর্থ ছাড়করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ প্রদান করা হলো। এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত স্বল্প সুদে উক্ত তহবিলের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির বিষয়টি রপ্তানিকারকদের অবগতি/নজরে আনয়নের লক্ষ্যে অথরাইজড ডিলার (এডি) শাখায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ স্থানে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বা:-
(মোহাম্মদ সালাউদ্দিন তপাদার)
যুগ্মপরিচালক
ফোনঃ ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০৮২৫

সূত্র নং-বিআরপিডি(পি-১)/৬৬১/১৩(গ)/২০২১- ৫৯৭০ তারিখঃ ০৮ জুলাই ২০২১

সভাপতি
বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারারস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)
বিজিএমইএ কমপ্লেক্স,হাউস-৭/৭এ, ব্লক-এইচ১, সেক্টর-১৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। (৫% সুদহারে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার বিষয়টি এসোসিয়েশনের সকল সদস্যের নজরে আনয়নের অনুরোধসহ অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।)

যুগ্মপরিচালক

ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৫০৪৪৮, ৯৫৫৪৮৯৬, আইপি ঃ ৮৮-০২-৫৫৬৬৫০০১

Scanned with CamScanner

FARUQUE HASSAN
PRESIDENT

Bangladesh Garment Manufacturers
& Exporters Association
"Made in Bangladesh with Pride"

সার্কুলার নংঃ বিজিএ/কাস/২০২২/৯৭

তারিখঃ ২২/০৫/২০২২

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয় ঃ প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম সহজীকরন প্রসঙ্গে।

সম্মনিত সদস্যবৃন্দ ও সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা অবগত আছেন যে, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়।

উক্ত খাতের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে নানাবিধ শর্ত পরিপালনের জটিলতার কারণে সম্মানিত সদস্যগন ঋণ গ্রহন করতে পারছেন না। বিজিএমইএ'র পরিচালনা পর্ষদ বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়। বিজিএমইএ'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল সার্কুলারসমূহ বাতিল করে উক্ত খাত হতে সহজে ঋণ গ্রহণের জন্য বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৮, তারিখ: ১৮/০৫/২০২২ জারী করে।

আমরা আশাকরি সংশোধিত সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণ গ্রহন প্রক্রিয়া আরো সহজতর হবে এবং আমাদের সম্মানিত সদস্যগণ উক্ত খাত হতে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়িক আর্থিক সংকট দূর করতে পারবেন। এছাড়াও সংশোধিত সার্কুলারে গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার ৫% হতে হ্রাস করে ৩.৫% করা হয়েছে এবং প্যাকিং ক্রেডিটের প্রাপ্যতার সর্বোচ্চ সীমার ন্যূনতম ৫০% আবশ্যিকভাবে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট হিসেবে ঋণ গ্রহন করতে পারবে। যার ফলে রপ্তানি ব্যয় হ্রাস হবে এবং দ্রুততার সাথে ঋণ গ্রহন করে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

সম্মানিত সদস্যদের'কে স্ব স্ব ব্যাংকের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাত হতে ঋণ গ্রহন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জারীকৃত সার্কুলারটি এতদ্সংঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি

Shahinur-customs

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮

তারিখ ঃ ১৮ মে ২০২২ / ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায়
প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮ তারিখ: ২২ জুলাই ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪২ তারিখ: ২৩ আগস্ট ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৬ তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২১, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪৪ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জারিকৃত এসএফডি সার্কুলার নং-০১ তারিখ: ২২ এপ্রিল ২০২০ এবং এসএফডি সার্কুলার লেটার নং-০৪ তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের নীতিমালা জারি করা হয়। এক্ষণে, ব্যাংক ও গ্রাহক পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা আরও সহজতর করার লক্ষ্যে উক্ত নীতিমালা পরিবর্তন/পরিমার্জন করতঃ এতদ্‌সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা নিম্নে দেয়া হল:-

৩। শিরোনাম: প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

৪। তহবিলের পরিমাণ ও উৎস: ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা; বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৫। খাত: স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রপ্তানিমুখী যে কোন শিল্পে প্রি-শিপমেন্ট খাতে এ ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৬। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক: বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এর সাথে একটি অংশগ্রহণকারী চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। ইতঃপূর্বে যে সকল ব্যাংক এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী চুক্তি সম্পাদন করেছে তাদের আর নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে না।

৭। তহবিল ব্যবস্থাপনা: এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। আলোচ্য তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরীর সময় সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

৮। তহবিলের মেয়াদ: এ স্কীমের আওতায় তহবিলের মেয়াদ ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) বছর। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তহবিলটি আবর্তনযোগ্য (Revolving)।

৯। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

ক) যে কোন রপ্তানিকারক বা রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থায়নের নিমিত্ত এ তহবিল উন্মুক্ত থাকবে;

চলমান পাতা/২

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করতে পারবে;

গ) ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক কোন খেলাপী গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা যাবে না;

ঘ) এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি/শিপমেন্ট করা হলে সেক্ষেত্রে পরপর তিনটি রপ্তানিমূল্য অপ্রত্যাবাসিত (Overdue Export Bill) থাকলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক এ তহবিলের আওতায় নতুনভাবে আর কোন সুবিধা পাবেন না।

ঙ) Shell কোম্পানী /প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আদেশ বা Shell ব্যাংকের রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে প্রদত্ত প্রি-শিপমেন্ট এর বিপরীতে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

১০। গ্রাহক পর্যায়ে সুদ (ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে মুনাফা) হার ও অন্যান্য চার্জেস:

ক) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৩.৫%;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ/ফি ব্যতিরেকে গ্রাহকের নিকট হতে অন্য কোন ধরনের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না।

১১। ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার: বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার উপর ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে সুদ আরোপ করা হবে।

১২। প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট এর বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ:

ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রতিটি নিশ্চিত রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্রের (Firm Export Contract/Authenticated Export Credit) মূল্য হতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মূল্য ও অন্যান্য অর্থায়নকৃত অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্যের উপর স্বীয় নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদান করবে;

খ) পুনঃঅর্থায়ন তহবিলে প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স থাকা সাপেক্ষে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিটের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিবেচ্য হবে;

গ) পুনঃঅর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংক কর্তৃক বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কোন গ্রাহকের অনুকূলে প্যাকিং ক্রেডিটের প্রাপ্যতার সর্বোচ্চ সীমার ন্যূনতম ৫০ শতাংশ আবশ্যিকভাবে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট হিসেবে বিতরণ করতে হবে যা এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে।

১৩। ঋণের মেয়াদ:

ক) একজন গ্রাহককে তহবিলের মেয়াদকাল ০৫(পাঁচ) বছরে এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় একাধিকবার বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ বিতরণ করা যাবে;

খ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ যাই হোক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ ১৮০ দিন (ছয় মাস) মেয়াদে অংশগ্রহণকারী ব্যাংককে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে যা মেয়াদ শেষে সুদসহ এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

চলমান পাতা/৩

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

১৪। পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন পদ্ধতি:

ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদানের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে কোন কারণে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদানের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নের আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক তৎপরবর্তী আরও ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করা যাবে;

খ) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিল/তথ্যাদি দাখিল করতে হবে:

i. ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত মঞ্জুরীপত্র;
ii. সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্রের কপি;
iii. সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট;
iv. পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);
v. লেটার অব কনটিনিউটি;
vi. লেটার অব ডেবিট অথরিটি;
vii. সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী (যদি থাকে) প্রয়োজনীয় তথ্য।

গ) পুনঃঅর্থায়নের আবেদনপত্র ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট সংযোজনীসমূহ অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল/প্রেরণ করা যাবে। তবে প্রথমবার মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নমুনা স্বাক্ষরসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্তৃক একটি অথরাইজেশন লেটার প্রেরণ করতে হবে।

১৫। আদায় ও তদারকি:

ক) পুনঃঅর্থায়ন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাবে প্রদানের তারিখ হতে ১৮০ দিন পর সুদসহ উক্ত হিসাব হতে এককালীন কর্তন করা হবে;

খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায় বা রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

গ) ঋণ বিষয়ক যাবতীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বহন করবে এবং সরকারের রপ্তানি ও উৎপাদন সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালনের বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

ঘ) যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলে তা বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

ঙ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে তহবিলের মেয়াদকালে বা পরবর্তীতে যে কোন সময় উদঘাটিত হলে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে ব্যাংক রেটে সুদসহ এককালীন কর্তন করা হবে;

চলমান পাতা/৪

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

চ) দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইয়ের নিমিত্ত তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজপত্রাদি ব্যাংক শাখায় পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৬। রিপোর্টিং/প্রতিবেদন দাখিল: অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী ১৫(পনেরো) দিন তথা মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর ভিত্তিক প্রতিবেদন যথাক্রমে এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর এবং জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর দাখিল করতে হবে।

১৭। অন্যান্য শর্তাবলী:

ক) এ তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত নীতিমালা যথারীতি প্রযোজ্য হবে;

খ) ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইক্যুইটি অনুপাত, ঋণের যথাযথ ব্যবহার ও তদারকির বিষয় ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের নিজস্ব বিধি-বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;

গ) উল্লিখিত খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার শর্তাদির বিষয়ে যে কোন সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

১৮। এতদ্ব্যতীত, ইতোপূর্বে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮/২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪২/২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৬/২০২১ বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪৪/২০২১, এসএফডি সার্কুলার নং-০১/২০২০ এবং এসএফডি সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০২০ এর নির্দেশনা এতদ্বারা রহিত করা হলো। এতদ্সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার/সার্কুলার লেটার এর আওতায় ইতঃপূর্বে গৃহীত কার্যক্রম এই সার্কুলার এর অধীনে কৃত বা গৃহীত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১৯। পুনঃঅর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংক অথবা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক-কে অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রসহ এ সার্কুলারে বর্ণিত বিভিন্ন নির্দেশনা কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধিত বিবরণী/ফরম্যাট সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

২০। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হল। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২